

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ভূমিকা

সকল প্রসংশা আলাহ [ﷻ]-এর জন্য যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক। অসংখ্য দরুদ ও সালাম নবীকুল শিরমণি মুহাম্মদ [ﷺ], তাঁর পরিবার-পরিজন, সকল সাহাবা কেলাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের সঠিক অনুসারীদের উপর বর্ষিত হোক।

এটি সিয়াম ও রমজান মাস বিষয়ক একটি কোর্স। রমজনের সিয়াম ইসলামের ৪র্থ রুকন। আর রমযান মাস হলো ইবাদত ও কল্যাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌসুম। এ কোর্সটি প্রণয়ন করা হয়েছে কতগুলো মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলোঃ

১. কল্যাণের মৌসুম থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা দান করা।
২. মুসলিমদেরকে সিয়াম ও রমজান মাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আহকামের শিক্ষা দেওয়া।
৩. কিছু ভাই ও বোনদেরকে এমনভাবে তৈরী করা যেন তাঁরা অপরকে শিখাতে পারেন।

পরিষেবে আলাহ তা'আলার সমীপে প্রার্থনা করছি যেন তিনি এই সিলেবাসটিকে লক্ষ্য অর্জনে সফল করেন এবং এর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে উপকৃত করেন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

ও

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার

বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

সূচীপত্র

পাঠ	সময়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম		১-সিয়ামের আভিধানিক ও শার'য়ী অর্থ ২-সিয়ামের শার'য়ী দলীল ৩-সিয়ামের ফজিলত ৪-উপকারিতা ৫-রমযান মাসের ফজিলত ৬-রমযান মাস কি কি ভাবে সাব্যস্ত হয় ৭-প্রশ্নমালা	
২য়		১- সিয়াম ফরজ হওয়ার শর্তাবলী ২- সিয়াম সহীহ হওয়ার শর্তাবলী ৩- সিয়ামের রুকনসমূহ ৪- সিয়ামের সুন্নতসমূহ ৫- সিয়াম ভঙ্গের কারণসমূহ ও যে সমস্ত কারণে সিয়াম ভঙ্গ হয় না ৬-সিয়াম কাযার আহকাম ৭-প্রশ্নমালা	
৩য়		১-রমযান মাসে কিছু নেক আমল ২-এ'তেকাফ ৩-লাইলাতুল ক্বদর ৪-ফিতরা ৫-ঈদুল ফিতরের সালাত ৬-প্রশ্নমালা	
৪র্থ		১-ফরজ সিয়াম ২-নফল সিয়াম ৩-নিষিদ্ধ সিয়াম ৪-প্রশ্নমালা ৫-ফাইনাল পরীক্ষার নমুনাপত্র	
৫ম		পরীক্ষা	

১ম দাঠ থেকে যা জানা আবশ্যক:

- সিয়ামের আভিধানিক ও শা'রয়ী অর্থ
- দলীলসহ ইসলামে সিয়ামের হুকুম
- সিয়ামের ফজিলত ও উপকারিতা
- রমযান মাসের ফজিলত
- কি কি ভাবে রমযান মাস সাব্যস্ত হয়

প্রথম পাঠ

সিয়ামের গুরুত্ব ও তার ফজিলত

সিয়ামের আভিধানিক ও শার'য়ী অর্থঃ

সিয়ামের আভিধানিক অর্থ হলো বিরত থাকা এবং শার'য়ী অর্থ হলো বিশেষ শর্তাবলীর ভিত্তিতে সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন ধরনের পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা ।

সিয়ামের শার'য়ী দলীলঃ

রমযানের সিয়াম ইসলামের অন্যতম রুকন ও ফরয, যার দলীল কোরআন, হাদীস ও এজমা ।

► কুর'আন থেকেঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার ।”

[সূরা বাক্বারাঃ ১৮৩]

এবং আরো বলেন,

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾

“রমযান মাস, যার মধ্যে কোর'আন নাযিল করা হয়েছে মানবজাতির হেদায়েত সরূপ এবং হেদায়েত ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে । অতএব, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সে মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন রোযা রাখে ।”

[সূরা বাক্বারাঃ ১৮৫]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ [ﷻ] রোযা রাখার আদেশ করেছেন, যার দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হয় ।

► হাদীস থেকেঃ

রাসূলুলাহ [ﷺ] বলেন, “ইসলামের ভিত্তি ৫টি স্তম্ভের উপর হয়েছে ।” এর মধ্যে রমযানের রোযার উল্লেখও করা হয়েছে । [বুখারী ও মুসলিম]

অবশিষ্ট ৪টি স্তম্ভ কি কি?

► এজমা দ্বারাঃ

মুসলমানদের সমস্ত উলামায়ে কেরামগণ রোযা ফরয হওয়ার এবং যে তা অস্বীকার করবে তার কাফের হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন ।

সিয়ামের ফজিলত

১- সিয়াম একটি বিশেষ ইবাদত যার জন্য আল্লাহ [ﷻ] বিশেষ প্রতিদান রেখেছেন।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন, “আল্লাহ [ﷻ] বলেনঃ বনী আদমের প্রত্যেকটি আমল তার জন্য সিয়াম ব্যতীত; কেননা সিয়াম আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দান করব। সিয়াম ঢাল সর্লুপ। সুতরাং, যখন তোমাদের কাহারো রোযার দিন আসে তখন সে যেন অশ্লীল কথা, কাজ, আচরণ ও সহবাস ইত্যাদি না করে এবং হেঁচো বা ঝগড়া না করে। যদি তাকে কেউ গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করে তাহলে তার বলা উচিত আমি রোযাদার ব্যক্তি।^১ যাঁর হাতে মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর জীবন তাঁর কসম! রোযাদারের মুখের গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়েও বেশী খোশবুদার। রোযাদারের দুটি আনন্দ। ইফতারের সময় আনন্দ এবং রোযার কারণে কেয়ামতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আনন্দ।” [বুখারী ও মুসলিম]

২- জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যাকে “রাইয়্যান” বলা হয়। রোযাদার ব্যতীত কেউ সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন, “জান্নাতে একটি দরজা আছে যাকে ‘রাইয়্যান’ বলা হয়। যা দিয়ে কিয়ামতের দিন শুধু মাত্র রোযাদারগণই প্রবেশ করবে, অন্য কেউ প্রবেশ করবে না। বলা হবেঃ রোযাদারগণ কোথায়? অতঃপর তারা দাঁড়াবে, তারা ছাড়া কেহই সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশ করার পর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।” [বুখারী ও মুসলিম]

৩- ঈমানের সাথে ছাওয়াবের নিয়তে যে ব্যক্তি রোযা রাখবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছাওয়াবের নিয়তে রমায়ান মাসের রোযা রাখবে তার পূর্বের গুনাহ সমূহকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। [বুখারী ও মুসলিম]

৪- সিয়াম গুনাহের কাফফারা।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুম’আ থেকে অপর জুম’আ পর্যন্ত, এক রমায়ান থেকে অপর রমায়ান পর্যন্ত কাফফারা সর্লুপ যদি কাবীরা গুণাহ থেকে দূরে থাকে।” [মুসলিম]

৫- সিয়াম কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন: “সিয়াম ও কোর’আন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবেঃ হে রব! দিনে আমি তাকে খানা-পিনা ও আত্মতৃপ্তি থেকে বিরত রেখেছি তাই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর কোর’আন বলবেঃ আমি তাকে রাত্রিতে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম তাই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। উভয়েরই সুপারিশ কবুল করা হবে। [মুসনাদে আহমাদ, শায়খ আলবানী (রহঃ) ছহীহ বলেছেন-ছহীহুল জামে’/৩৮৮২]

^১. অর্থাৎ সে এ কথা মুখেও বলবে এবং মনে মনেও বলবে। [ফাতহুলবারী]

সিয়ামের উপকারিতা

সিয়াম আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে সর্বাধিক উপকারী ইবাদত সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তার বহু উপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলোঃ

১- সিয়াম হৃদয়ে তাক্বওয়ার বীজ বপন এবং হারাম থেকে অঙ্গ-পতঙ্গকে রক্ষার উপকরণ।
আলাহ [ﷻ] বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার।”

[সূরা বাক্বারাঃ ১৮৩]

২- সিয়াম দ্বারা মানুষ ধৈর্য, সহ্য ও সহিষ্ণুতায় অভ্যাস্ত হয় এবং যে ব্যক্তি গুনাহের কাজে অভ্যাস্ত তাকে তা ত্যাগ করতে সহযোগিতা করে। তাই সিয়াম গুনাহ ত্যাগ ও গুনাহের কাজ ভুলে যাওয়ার বাস্তব প্রশিক্ষণ। উদাহরণ সরূপ কেউ ধূমপানে অভ্যাস্ত এবং এ অভ্যাস ত্যাগ করা তার জন্য অতি কঠিন। কিন্তু সে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে তার এ কুঅভ্যাস অনায়াসে চিরতরে ত্যাগ করতে পারে। এভাবে অন্যান্য গুনাহসমূহ সে সহজেই ত্যাগ করতে পারে।

৩- সিয়ামের দ্বারা মানুষ নিজ প্রবৃত্তিকে আয়ত্তে রাখতে পারে। অন্যান্য সময়ে সাধারণত নাফস বা প্রবৃত্তি প্রভাব বিস্তারে এবং হারাম কাজের দিকে নিতে সক্ষম হয়ে থাকে। কিন্তু সিয়াম কুপ্রবৃত্তির লাগাম ধরে থাকে এবং তাকে ভাল কাজের দিকে পরিচালনা করে থাকে।

৪- সিয়াম রোযাদারের জন্য আল্লাহর আনুগত্য সহজ করে দেয়। এটা বাস্তবেও পরিলক্ষিত হয়; কেননা আমরা রোযাদারদেরকে রমাযান মাসে বিভিন্ন নেক কাজে প্রতিযোগিতা করতে দেখে থাকি, যা করতে অন্য সময়ে অলসতা করে থাকে এবং তাদের জন্য তা করাটা জটিল ব্যাপার হয়ে থাকে।

৫- সিয়াম রোযাদারের হৃদয় নরম করে এবং আলগা হর যিকিরের জন্য তাকে তৈরী করে এবং অন্যান্য কাজের ব্যস্ততা দূর করে।

৬- সিয়াম বান্দার হৃদয়ে আনুগত্যের মহব্বত এবং পাপের ঘৃণা সৃষ্টি করে। যার কারণে মানুষ সঠিক বুঝ পায় এবং জীবন চলার পথ খুজে পায়।

৭- দুনিয়া ও দুনিয়ার কামনা-বাসনা থেকে বিমুখ হয় এবং আখেরাত অভিমুখী হয়।

৮- গরীব-মিসকিনের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করে এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট বুঝার সুযোগ করে দেয়; কেননা সিয়ামে ক্ষুধা-তৃষ্ণা রয়েছে।

-
- ৯- সিয়াম মানুষকে ভালমন্দ বাছাই করে চলতে শিখায় যা সকল ঔষুধের মূল ।
- ১০- সিয়াম অবিবাহিত ব্যক্তির চক্ষু সংবরণ এবং লজ্জাস্থান সংরক্ষণের অন্যতম উপকরণ ।
(এ সম্পর্কে কোন হাদীস জানা আছে কি?)

রমজান মাসের ফজিলত

সিয়ামের সাধারণ ফজিলত ছাড়াও রমযান মাসের বিশেষ কিছু ফজিলত রয়েছে। যেমন:

- ১- রমযান মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।
- ২- জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
- ৩- শয়তানদেরকে শৃঙ্খল পরানো হয়।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন, “যখন রমযান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খল পরানো হয়।” [বুখারী ও মুসলিম]

- রমযান মাস কিভাবে সাব্যস্ত হবে ?
- রমযান মাস শুরু হয়েছে জানা গেলে রমযানের সিয়াম ফরয হবে।
- রমযান মাস কিভাবে শুরু হয় তা জানার জন্য ৩টি পদ্ধতি রয়েছে:

১ম পদ্ধতিঃ নিজে চাঁদ দেখা। আল্লাহ [ﷻ] বলেন,

﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾

“অতএব, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রমযান মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন রোযা রাখে।” [সূরা বাক্বারাঃ ১৮৫] এবং রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখ।” [বুখারী ও মুসলিম] সুতরাং, যে ব্যক্তি স্বয়ং চাঁদ দেখবে তার উপর সিয়াম ফরয হবে।

নোটঃ

চাঁদ দেখার সময় এই দোয়াটি পড়া মুস্তাহাবঃ “আলাহুন্মা আহিলাহু আলাইনা বিল্ আম্নি ওয়াল্ ঈমান, ওয়াসসালা-মাতি ওয়াল্ ইসলাম, রব্বী ওয়া রব্বুকাল্লাহ।” [তিরমিযী, আহমাদ, শায়খ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন-‘সিলসিলা সহীহা’/১৮১৬]

২য় পদ্ধতিঃ চাঁদ দেখার সাক্ষ্য অথবা সংবাদ। সুতরাং, শরীয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে রোযা রাখা হবে। ইবনে উমার [رضي الله عنه]-এর বর্ণনায় এসেছে যে তিনি বলেন, “মানুষ চাঁদ দেখল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ [ﷺ]কে খবর বললাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি। অতঃপর তিনি রোযা রাখলেন এবং মানুষদেরকেও রোযা রাখার আদেশ দিলেন।” [আবু দাউদ, শায়খ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন-ইরওয়া/৯০৮]

৩য় পদ্ধতিঃ শা’বান মাস ৩০দিন পূর্ণ করা। তবে এ পদ্ধতিতে রমযান মাসের সাব্যস্ত একমাত্র তখনই চলবে যখন শা’বানের ২৯ তারিখ দিন গত রাতে মেঘ, ধূলা ইত্যাদির কারণে চাঁদ দেখা সম্ভব না হয়। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “মাস ২৯দিনে। সুতরাং, চাঁদ না

দেখে তোমরা রোযা রাখবে না এবং চাঁদ না দেখে রোযা ভঙ্গ করবে না । আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে গণনা পূর্ণ কর ।” [বুখারী ও মুসলিম] অর্থাৎ শা’বান মাস ৩০দিন পূর্ণ কর; কেননা আবু হুরায়রা [رضي الله عنه] -এর হাদীসে এসেছে, “যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে শা’বান মাস ৩০দিন পূর্ণ কর ।” [বুখারী ও মুসলিম]

প্রশ্নমালা

■ নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

- ১- সিয়ামের শিক্ষণীয় কিছু দিক উল্লেখ করুন।
- ২- সিয়ামের হুকুম কি? দলীল সহ উল্লেখ করুন।
- ৩- সিয়াম ফরয হওয়াকে কেউ অস্বীকার করলে তার হুকুম কি হবে ?
- ৪- সিয়ামের ৩টি ফযীলত উল্লেখ করুন।
- ৫- রোযাদার 'রাইয়্যান' নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে তার দলীল কি?
- ৬- রোযাদারকে কেউ গালি দিলে সে তাকে কি বলবে ?
- ৭- সিয়াম ও কোরআনকে কি ভাবে আপনার সুপারিশকারী বানাবেন ?
- ৮- রমাযান মাস কিভাবে শুরু হয় তা জানার পদ্ধতিগুলো কি কি?

■ শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

(ক) সিয়ামের আভিধানিক অর্থ হলো -----এবং শার'য়ী
অর্থ হলো -----
----- ।

(খ) সিয়ামের উপকারিতার মধ্যে রয়েছে যে, সিয়ামের দ্বারা মানুষ--
----- আয়ত্তে রাখতে পারে এবং সিয়াম
মানুষকে----- অভ্যাস করায় ।

(গ) চাঁদ দেখার সময় এই দোয়াটি পড়া মুস্তাহাবঃ -----
----- ।

■ সঠিক উত্তরের পার্শে চিহ্ন এবং ভুল উত্তরের পার্শে চিহ্ন দিন।

- ❖ ইসলামের ভিত্তি ৫টি স্তম্ভের উপর হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো রমাযানের রোযা রাখা। []
- ❖ রোযাদারের মুখের গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মেস্কের চেয়েও বেশী খোশবুদার। []
- ❖ রমাযান মাসের রোযা ফরয হবে না যতক্ষণ না শাবান মাসের ৩০ দিন পূর্ণ না হয়। []
- ❖ সিয়াম ইবাদতে অলসতার কারণ। []

২য় পাঠ থেকে যা জানা আবশ্যিকঃ

- ➡ সিয়াম ফরয হওয়ার শর্তাবলী
- ➡ সিয়াম সহীহ হওয়ার শর্তাবলী
- ➡ সিয়ামের রুকনসমূহ
- ➡ সিয়ামের সুন্নতসমূহ
- ➡ সিয়াম ভঙ্গ হওয়ার ও সিয়াম ভঙ্গ না হওয়ার কারণসমূহ
- ➡ সিয়াম কাযার আহকাম এবং এতে মানুষের প্রকার

দ্বিতীয় পাঠ

সিয়ামের আহকাম

সিয়াম ফরজ হওয়ার শর্তাবলী:

১. ইসলাম গ্রহণ। সুতরাং কাফের ও মুরতাদের উপর ফরয হবে না।
২. বালগ হওয়া। ফলে নাবালগ তথা অপ্রাপ্তবয়স্কের উপর ফরয হবে না।
৩. জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। তাই পাগলের উপর রোযা ফরয হবে না।
৪. সিয়াম পালনের জন্য শারীরিক সক্ষমতা থাকা। অতএব, বেশী বৃদ্ধ যার রোযা রাখতে বেশী কষ্ট হয় অথবা অসুস্থ ব্যক্তি যার সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নাই তার উপর সিয়াম ফরয হবে না।

সিয়াম সহীহ হওয়ার শর্তাবলী

১. ইসলাম।
২. হায়েয(মহিলাদের মাসিক) ও নিফাসের(প্রসূতি জনিত) রক্ত বন্ধ হওয়া।
৩. (ভাল-মন্দের) যাচাই বা পার্থক্যের যোগ্যতা।
৪. জ্ঞান।
৫. নিয়ত।

সিয়ামের রোকনসমূহ

১-নিয়তঃ রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “সকল কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।”

নিয়ত দুই প্রকারঃ

(ক) ফরজ সিয়ামের নিয়তঃ এর জন্য শর্ত হলো রাত্রি থেকে হওয়া। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “যে ব্যক্তি রাত্রি থেকে রোযার নিয়ত করে নাই তার রোযা হয় নাই।” [আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজা, শায়খ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন-ইরওয়া/৯১৪]

(খ) নফল সিয়ামের নিয়তঃ দিনে দ্বিপ্রহরের পূর্বে নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে। আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীসে এসেছে তিনি বলেনঃ “আল্লাহর রাসূল আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেনঃ আয়েশা! তোমাদের কাছে কি খাবার কিছু আছে? আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নিকট কিছুই নেই। অতঃপর তিনি বললেনঃ তাহলে আমি (আজকে) রোযাদার।” [মুসলিম]

নোটঃ

নিয়তের স্থান হলো হৃদয় এবং নিয়্যাতের উচ্চারণ মুখে করা বিদ'আত। আগামীকালের রোযার রাখার অনুভূতি নিয়তের জন্য যথেষ্ট এবং শেষরাতের সেহেরী খাওয়া রোযার নিয়ত হিসাবে গণ্য।

২- সূর্য উদিত হওয়া থেকে অন্তঃগমন পর্যন্ত রোযা ভঙ্গের সমস্ত কারণ থেকে বিরত থাকা :

আল্লাহ [ﷻ] বলেন,

﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

“অতএব, এক্ষণে তোমরা (রোযার রাত্রে) তাদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ [ﷻ] তোমাদের জন্য যা লিখে রেখেছেন তা অনুসন্ধান কর এবং শেষ রাত্রির অন্ধকার থেকে দিনের শুভ্র রশ্মি প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর, অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর।” [সূরা বাক্বারাঃ ১৮৭]

সিয়ামের সুন্নতসমূহ

১. সেহেরী খাওয়া ও বিলম্বে (সেহেরী) খাওয়া:

আলাহর রাসূল [ﷺ] বলেন, “তোমরা সেহেরী খাও; কেননা সেহেরীতে বরকত রয়েছে।” [বুখারী ও মুসলিম] এবং শেষ সময়ে সেহেরী খাওয়া মুস্তাহাব (উত্তম)। তার প্রমাণ আনাস [رضي الله عنه]-এর হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এবং যাইদ ইবনে ছাবেত [رضي الله عنه] সেহেরী খেলেন। অতঃপর যখন সেহেরী সমাপ্ত করলেন তখন আল্লাহর নবী [ﷺ] সালাতের দিকে অগ্রসর হলেন এবং সালাত আদায় করলেন। আমরা আনাসকে জিজ্ঞাসা করলামঃ তাঁদের সেহেরী সমাপ্ত করা এবং সালাত আরম্ভ করার মধ্যে কতটুকু সময়? তিনি বললেনঃ একজন মানুষের ৫০ আয়াত পড়ার সময় পরিমাণ।” [বুখারী]

২. সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা:

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “যতদিন পর্যন্ত আমার উম্মত ইফতারে বিলম্ব না করবে ততদিন পর্যন্ত মঙ্গলের সাথে থাকবে।” [আহমদ, শায়খ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন-সহীহুল জামে’/৭২৮২]

এবং রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “যতদিন পর্যন্ত মানুষ ইফতারে বিলম্ব না করবে ততদিন পর্যন্ত মঙ্গলের সাথে বিরাজ করবে।” [বুখারী ও মুসলিম]

৩. তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করা:

যদি তাজা খেজুর না পায় তাহলে (সাধারণ) খেজুর, আর তাও না পেলে শুধু পানি দিয়ে ইফতার করা। আনাস [رضي الله عنه]-এর হাদীসে এসেছেঃ আল্লাহর রাসূল [ﷺ] সালাতের পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, যদি তা না থাকে তাহলে (সাধারণ) খেজুর দিয়ে, আর তাও না থাকলে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন।” [আবু দাউদ, তিরমিযী এবং শায়খ আলবানী (রহঃ) হাসান বলেছেন-ইরওয়া: ৯২২]

৪. রোযা অবস্থায় দিনের শুরুতে ও শেষ ভাগে দোয়া করা: রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “তিন ব্যক্তির দোয়া ফেরৎ দেওয়া হয় না। রোযাদারের দো‘আ ইফতার পর্যন্ত, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ এবং মাজলুম ব্যক্তির দোয়া।” [তিরমিযী, ইবনে মাজা, শায়খ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন-সহীহ ইবনে মাজা/১৪৩২]

৫. ইফতারীর সময় নিম্নের দোয়াটি পড়া।

“যাহাবায্ যমায়ু ওয়াবতাল্লাতিল ‘উরুকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আলাহ” [আবু দাউদ, শায়খ আলবানী (রহঃ) হাসান বলেছেন-ইরওয়া: ৯২০]

৬. সিয়াম বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা:

রোযাদারের উচিত ঐ সমস্ত কাজ থেকে নিজেকে হেফাজত করা যা সিয়ামের জন্য ক্ষতিকর; কেননা সিয়াম শুধু উপবাস নয়। আল্লাহর রাসূল [ﷺ] বলেন: “যখন তোমাদের কাহারো রোযার দিন আসে তখন সে যেন অশ্লীল কথা, কাজ, আচরণ, সহবাস ইত্যাদি না করে এবং হৈচৈ বা ঝগড়া না করে। যদি তাকে কেউ গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করে তাহলে তার বলা উচিত আমি রোযাদার ব্যক্তি।” [বুখারী ও মুসলিম]

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] আরো বলেন, “যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ ত্যাগ করে না আল্লাহর জন্য তার খানাপিনা ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন নেই।” [বুখারী]

৭. বেশী বেশী নেক কাজ করা:

সিয়াম ভঙ্গের কারণসমূহ

রোযা ভঙ্গের কতগুলো কারণ আছে যা প্রত্যেক মুসলমানের জানা প্রয়োজন যেন তা থেকে বেচে থাকতে পারে; কেননা সেগুলো রোযাদারের রোযা নষ্ট করে দেয়। কারণগুলো হলোঃ

১- স্বেচ্ছায় খাওয়া অথবা পান করাঃ

আলাহ [ﷺ] বলেন,

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾

“এবং শেষ রাত্রির অন্ধকার থেকে দিনের শুভ্র রশ্মি (ফজর) প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর, অতঃপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর।” [সূরা বাক্বারাঃ ১৮৭]

রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের এজমা হয়েছে।

পানাহারের মত অন্যান্য জিনিসও রোযা ভঙ্গের কারণের মধ্যে শামিল। যেমন-নাক দিয়ে পানি ইত্যাদি পৌঁছানো, শিরা (রগ) দিয়ে ভিটামিন গ্রহণ, রক্তের ইনজেকশন; কেননা এটা তার জন্য খাদ্য সরূপ।

২- স্ত্রী সহবাস করাঃ

আলাহ [ﷺ] বলেন,

﴿ أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عِلْمٌ لِلَّهِ أَنْكُمْ كُنْتُمْ مَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾

“রোযার রজনীতে নিজ স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোষাক সরূপ এবং তোমরাও তাদের জন্য পোষাক সরূপ। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের খেয়ানত করেছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করলেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা ক’রে দিলেন। অতএব, এক্ষণে তোমরা (রোযার রাত্রেও) তাদের সাথে সহবাস কর এবং আল্লাহ [ﷺ] তোমাদের জন্যে যা লিখে রেখেছেন (সন্তান) তা অনুসন্ধান কর।” [সূরা বাক্বারাঃ ১৮৭]

সুতরাং, যখনই রোযাদার ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করবে তখনই তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে এবং তার জন্য রোযার কাযা ও কাফ্যারা জরুরী হবে।

আর যদি সহবাস ছাড়া অন্য কিছু করে, যেমন-চুমা দেওয়া, স্পর্শ করা, শরীরের সাথে শরীর মিলানো ইত্যাদি অতঃপর বীর্যপাত ঘটে তাহলে রোযা বাতিল হয়ে যাবে, নতুবা বাতিল হবে না।

৩- চুমা, স্পর্শ, বার বার দৃষ্টি, হস্তমৈথুন ইত্যাদির দ্বারা বীর্য নির্গত করাঃ

এর দ্বারা রোযা বাতিল হয়ে যাবে এবং কাযা করা জরুরী হবে। তবে কাফ্ফারা আসবে না; কেননা কাফ্ফারা স্ত্রী সহবাস ব্যতীত অন্য কিছুতে আসে না।

৪- স্বেচ্ছায় বমি করাঃ

এর দ্বারা রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যদি অনিচ্ছায় বমি হয়ে যায় তাহলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “যার অনিচ্ছায় বমি হয় তার কাযা নেই। আর যে স্বেচ্ছায় বমি করে সে যেন কাযা করে।” [আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, আহমাদ এবং শায়খ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন- ইরওয়া/৯২৩]

৫- (মহিলাদের) হায়েয(মাসিক) ও নিফাসের (প্রসূতির) রক্ত বের হওয়া।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “তোমাদের (মহিলাদের) মধ্যে যদি কারো মাসিক আসে তাহলে সে সালাত ও সিয়াম ত্যাগ করে না? আর এটাই হলো মহিলাদের দ্বীনের অপূর্ণতা। [বুখারী]

মহিলাদের হায়েয এবং নিফাস অবস্থায় সালাত ও সিয়ামের আহকাম একই বরাবর।

সিয়াম ভঙ্গ না হওয়ার কারণসমূহ

১- ভুল করে পানাহার করা ।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন, “যে ব্যক্তি ভুল করে পানাহার করে সে যেন তার সিয়াম পূর্ণ করে; কেননা আল্লাহ তাকে পানাহার করিয়েছেন ।” [বুখারী ও মুসলিম]

২- স্বপ্নদোষ হওয়া ।

কারণ তা অনিচ্ছায় হয়ে থাকে । কিন্তু তাকে ফরয গোসল করতে হবে ।

৩- চোখে সুরমা লাগানো এবং কানে বা চোখে ঔষধের ফোটা গ্রহণ ।

৪- কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া ।

তবে এ দুটোতে অতিরঞ্জন মাকরুহ ।

৫- ভিটামিন না এমন ইনজেকশন নেওয়া ।

৬- তরকারী ইত্যাদির স্বাদগ্রহণ ।

৭- পানি দ্বারা ঠান্ডা গ্রহণ, গোসল, সুগন্ধিদ্রব্যের ব্যবহার ও তার স্রাব নেওয়া ।

৮- মেসওয়াক করা ।

যদিও তা বিকালে হয়; কেননা রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন, “যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কঠিন মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক ওয়ুর সময় মিসওয়াক করার আদেশ করতাম ।” [বুখারী ও মুসলিম] এই হাদীসটি ব্যাপক, তাতে রোযাদারকে পৃথক করা হয়নি ।

৯- স্ত্রীকে চুমা দেওয়া এবং তার সংস্পর্শে থাকা ।

তবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য যে নিজের মন সংবরণ করতে পারে । আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ [ﷺ] রোযা অবস্থায় চুমা দিতেন এবং (স্ত্রীদের) সংস্পর্শে থাকতেন । তিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নিজ মনকে আয়ত্বে রাখতে পারতেন ।” [বুখারী]

১০- শিক্ষা লাগিয়ে রক্ত বের করা অথবা কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে রক্ত দানের উদ্দেশ্যে রক্ত বের করা অথবা অল্প রক্ত বের করা ।

যেমন- ঐ ব্যক্তির যে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে (বাড ট্যাষ্ট) রক্ত বের করে । এ ভাবে অনিচ্ছায় রক্ত বের হওয়া । যেমন- নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়া, কোন জখম থেকে বা দাঁত উঠানোর কারণে রক্ত বের হওয়া ।

বুখারী শরীফে এসেছে যে, “রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা অবস্থায় শিক্ষা লাগিয়েছেন।”
আনাস [رضي الله عنه]কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছেঃ আপনারা কি রোযাদারের জন্য শিক্ষা লাগানো অপছন্দ
করতেন? তিনি বললেনঃ না, শুধুমাত্র দুর্বলতার কারণে (তা অপছন্দ করতাম)।” [বুখারী]

রাফে' বিন খাদীজ [رضي الله عنه] বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “ শিক্ষা যে লাগালো এবং যাকে
লাগানো হলো উভয়ের রোযাই ভেঙ্গে গেল।” [আহমাদ, তিরমিযী]

বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরস্পর বিরোধ হলেও উভয় হাদীসের মাঝে এভাবে সামঞ্জস্যবিধান
সম্ভব যে, যদি কেউ শিক্ষা লাগানোর কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে তবে তার জন্য শিক্ষা লাগানো
মাকরুহ। আরো বড় ধরনের মাকরুহ হবে যখন তা রোযা ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর
যে ব্যক্তি শিক্ষা লাগানোর দ্বারা মোটেই দুর্বল হবে না তার জন্য তা লাগানো মাকরুহও হবে
না। তবে সর্ব অবস্থাতেই রোযাদারের জন্য শিক্ষা লাগানো থেকে দূরে থাকা উত্তম।

সিয়াম কাজার আহকাম

১- যাদের উপর শুধুমাত্র কাযা ফরযঃ

(ক) অসুস্থ ও মুসাফির ।

আল্লাহ [ﷺ] বলেন,

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

“তবে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে তাহলে সে অপর কোন দিবস হতে গণনা করবে।” [সূরা বাক্বারাঃ ১৮৪] এবং উমার ইবনে খত্তাব [رضي الله عنه] বলেন, “রাসূলুল্লাহ [ﷺ] -এর সাথে আমরা দুটি যুদ্ধ করেছি- বদর ও ফাতেহ মক্কার দিন। আর উভয়টাতেই আমরা রোযা ভেঙ্গেছি।” [তিরমিযী]

(খ) হয়েয (ঋতুবতী) ও নিফাস (প্রসূতি) অবস্থার মহিলা ।

সকল ফাকীহগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, তাদের উভয়ের জন্য রোযা ভঙ্গ করা ফরয এবং রোযা রাখা হারাম। আর যদি তারা এমতাবস্থায় রোযা রাখে তবে তা আদায় হবে না এবং তাদের এ রোযার কাযা ফরয। মু'আযা (রাঃ) বলেন- আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম- কি ব্যাপার ঋতুবতী মহিলা রোযার কাযা করে, কিন্তু নামাযের কাযা করে না! অতঃপর তিনি বললেন- তুমি কি হারুরী অর্থাৎ খারেজী সম্প্রদায়ের মহিলা? আমি বললাম- না, আমি হারুরী সম্প্রদায়ের নই, কিন্তু আমি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করছি। তিনি বললেন, “আমাদের মাসিক ঋতু আসত, অতঃপর আমাদেরকে শুধুমাত্র রোযা করার আদেশ দেওয়া হত, কিন্তু নামায কাযা করার আদেশ দেওয়া হত না।” [মুসলিম]

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] মহিলাদের দ্বীনী অপূর্ণতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “তোমাদের কারো যদি মাসিক আসে তাহলে সে কি সালাত এবং সিয়াম ত্যাগ করে না? আর এটাই হলো তার দ্বীনের অপূর্ণতা।” [বুখারী] আর ঋতুবতী ও প্রসূতি-অবস্থার নারী উভয়ের হুকুম একই রকম; কেননা নিফাস (প্রসূতির) রক্তের হুকুম হয়েয (মাসিক) ঋতুর রক্তের হুকুমের মতই।

(গ) কোন ওজর(অজুহাত) ও স্ত্রী সহবাস ছাড়া

রমাযানের রোযা ভঙ্গকারী ।

কেননা আল্লাহ [ﷺ] অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তির ওজর থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর সিয়ামের কাযা ফরয করেছেন। সুতরাং, ওজর ছাড়া হলে সিয়ামের কাযা অবশ্যই ফরয হবে।

২- যাদের উপর কাযা ও কাফফারা উভয়টা ফরযঃ

যারা কোন ওজর ছাড়া স্ত্রী সহবাস করে রোযা ভঙ্গ করে। আবু হুরায়রা [رضي الله عنه] -এর হাদীসে এসেছে তিনি বলেন, “আমরা রাসূলুল্লাহ নিকট বসেছিলাম, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি বললেনঃ কি হয়েছে তোমার? সে বলল, রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেনঃ তোমার কাছে

আযাদ করার মত কোন দাস বা দাসী আছে কি? সে বলল, না। তিনি বললেনঃ তাহলে কি তুমি ক্রমাগত দু মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেনঃ তাহলে কি তুমি ৬০জন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ [ﷺ] কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং আমরা বসেই আছি ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এক বুড়ি খেজুর নিয়ে এসে বললেনঃ প্রশ্নকারী কোথায়? অতঃপর সে বলল, এইতো আমি। তিনি বললেনঃ এগুলো নিয়ে গিয়ে ছদকা ক'রে দাও। অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার চেয়েও কেউ গরীব আছে যাকে ছদকা করব? আল্লাহর কসম! মদীনার দুই পাহাড়ের মাঝে আমার পরিবারের চেয়ে বেশী গরীব কোন পরিবার নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সশব্দে হাসলেন যাতে করে তাঁর কর্তনদস্ত পর্যন্ত প্রকাশ পেল। অতঃপর তিনি বললেনঃ এটা তোমার পরিবারকে খেতে দাও। [বুখারী ও মুসলিম]

৩- যাদের উপর শুধুমাত্র ফিদিয়া ফরয, কাযা নাইঃ

অপারগ ও অসুস্থ ব্যক্তিবর্গ যাদের সুস্থ হওয়ার আশা নেই। আল্লাহ [ﷻ] বলেন,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ﴾

“আর যারা তাতে অক্ষম তারা একজন মিসকিনকে খাদ্য দান করবে।” [সূরা বাক্বারাঃ ১৮৪] এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ (রোযার পরিবর্তে) খাদ্য দান ঐ বয়স্ক ব্যক্তির জন্য যে রোযা রাখতে অক্ষম। [বুখারী] এবং যে অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার আশা নেই তার হুকুম উপরোক্ত বয়স্ক ব্যক্তির মতই।

৪- যাদের উপর কাযা এবং ফিদিয়া কোনটাই ফরজ নয়ঃ

(ক) নফল রোযাদার।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “নফল রোযাদার ইচ্ছাধীন। সে চাইলে রোযা সম্পন্ন অথবা ভঙ্গও করতে পারে।” [তিরমিযী, আবু দাউদ এবং শায়খ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন- মিশকাত শরীফের টীকায় দেখুন/২০৭৯]

(খ) যে রোযাদার ব্যক্তি ভুলে গিয়ে অথবা অনিচ্ছায় ভুল ক'রে বা অজ্ঞতাবশতঃ কিছু খায় বা পান ক'রে। আল্লাহ [ﷻ] বলেন, “হে আমাদের পালনকর্তা যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে অপরাধী করো না।” [সূরা বাক্বারা-২৮৬]

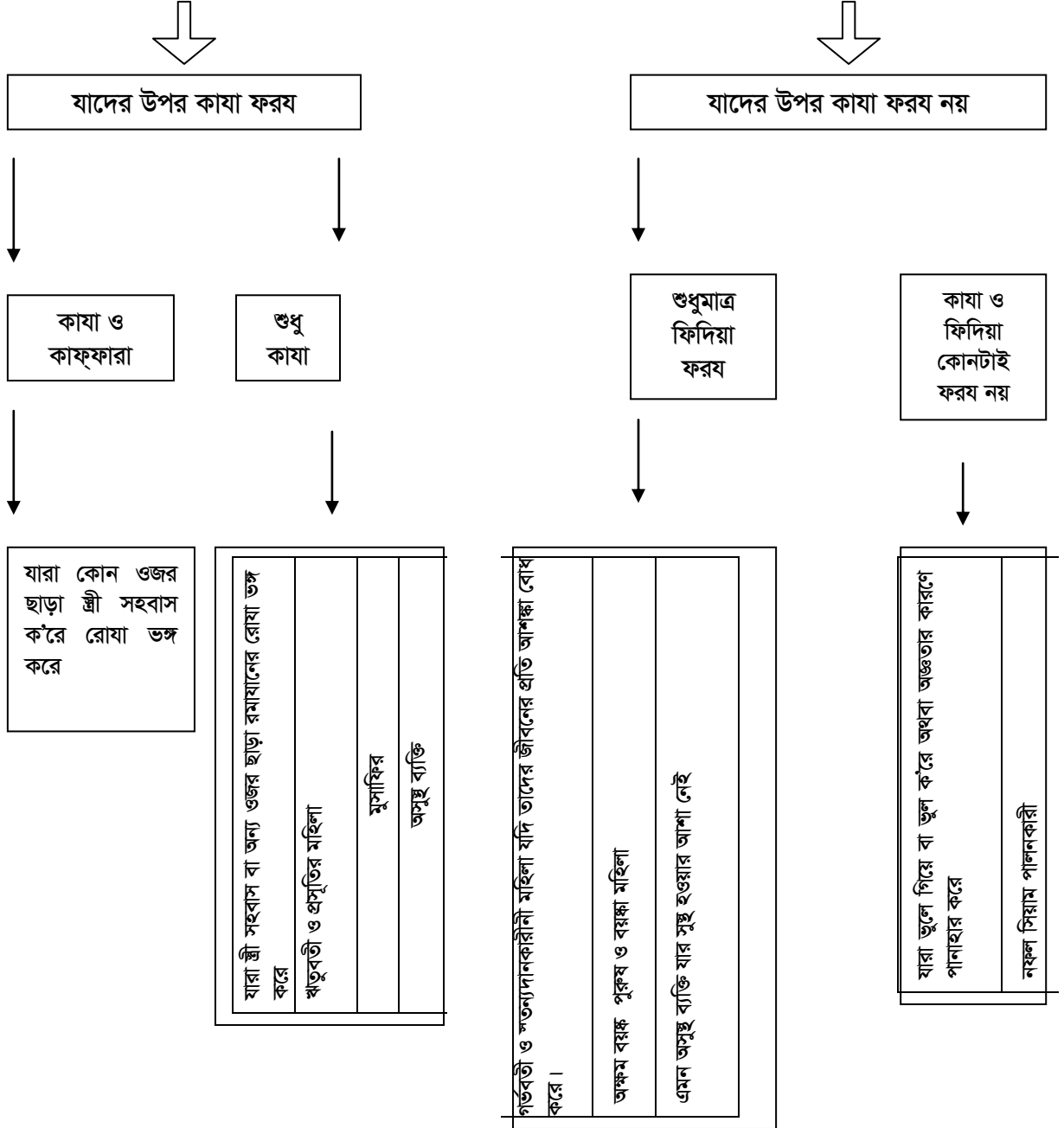
নোট

১- রমযানের রোযার কাযা দেরীতে করাও বৈধ ।
আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীসে এসেছে তিনি বলেন,
“আমার উপর রমযানের কাযা থাকত, শা’বান মাস
ছাড়া তা আদায় করা সম্ভব হত না ।”
[বুখারী ও মুসলিম]

২- কোন ব্যক্তি রোযার কাযা আদায়ের পূর্বে
মৃতবরণ করলে অভিভাবক তার পক্ষ হতে কাযা
আদায় করবে । রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “যদি কোন
ব্যক্তি রমযানের রোযার কাযা আদায় না ক’রে
মৃতবরণ করে তাহলে অভিভাবক তার পক্ষ থেকে
কাযা আদায় ক’রে দিবে ।”
[বুখারী ও মুসলিম]

৩- রমযানের রোযার কাযা ধারাবাহিক করা
উত্তম তবে পৃথক পৃথকভাবে কাযা করাও জায়েয
আছে ।

রমজানের কাজার ব্যাপারেমানুষের প্রকার



প্রশ্নমালা

- ▶ নিম্নের বিষয়াদি উল্লেখ করুনঃ
 - ✗ সিয়াম ফরয হওয়ার শর্তসমূহ ।
 - ✗ সিয়াম সহীহ হওয়ার ৩ টি শর্ত ।
 - ✗ সিয়ামের রুকনসমূহ ।
 - ✗ সিয়ামের ৪ টি সুন্নত ।
 - ✗ সিয়াম ভঙ্গের ৩ টি কারণ ।
 - ✗ রোযাদারের জন্য দু'আ করা উত্তম -এ বিষয়ে একটি হাদীস ।
- ▶ নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিনঃ
 - ✗ ফরয হওয়ার শর্ত সমূহ এবং সহীহ হওয়ার শর্ত সমূহের মধ্যে পার্থক্য কি ?
 - ✗ রাসূল [ﷺ] -এর এ বাণী থেকে কি বুঝাঃ “যেন সে অশীল কথা, কাজ, আচরণ, সহবাস ইত্যাদি না করে এবং হেঁচো বা ঝগড়া না করে” ।
 - ✗ একজন দুর্বল মানুষ রোযার দিনে শিঙ্গা লাগাতে চায় । তার জন্য এটা কি জায়েয?
 - ✗ ঝতুবতী মহিলার রোযা রাখার হুকুম কি ?
 - ✗ স্বপ্নদোষ হলে কি রোযার কাযা করতে হয় ?
 - ✗ রমায়ান মাসে রোযা ভঙ্গ করলে কাদের উপর কাযা ফরয ?
 - ✗ নফল রোযা ভাঙলে কি কাযা করতে হয় ?
- ▶ শূন্যস্থান পূরণ করুন ।
 - ❖ ফরয সিয়ামের নিয়তের জন্য শর্ত হলো ----- এবং নফল সিয়ামের নিয়্যাত -----করলেই যথেষ্ট হবে ।
 - ❖ “যাহাবায়্ যমায়ু -----
----- ।
 - ❖ -----রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমা দেওয়া এবং তার সংস্পর্শে থাকা ঐ ব্যক্তির জন্য যে নিজের মন সংবরণ করতে পারে ।

-
- ➡ সঠিক উত্তরের পার্শে চিহ্ন এবং ভুল উত্তরের পার্শে চিহ্ন দিন:
- ⊕ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে অভিভাবকের রোযা আদায় করা জায়েয নাই।
 - ⊕ গোসল করলে, চোখে বা কানে ঔষধের ফোঁটা দিলে রোযা ভঙ্গ হয় না।
 - ⊕ ইফতার করার সময় যার কাছে পানি ও খেজুর আছে সে পানি দিয়ে ইফতারী শুরু করবে।
 - ⊕ রোযার সময় সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৩য় পাঠ থেকে যা জানতে হবে :

১. রমাযানে রাত্রির নামায বা তারাবীহের নামাযের ফজিলত
২. রমাযান মাসে কোরআন তিলাওয়াতের ফজিলত
৩. রমাযানে ছদকা করার ফজিলত
৪. রমাযানে উমরা করার ফজিলত
৫. এ'তেকাফের ফজিলত
৬. শবে ক্বদর সন্ধান করার ফজিলত
৭. রোযাদারকে ইফতার করানোর ফজিলত
৮. ফিতরার আহকাম
৯. ঈদের নামাযের আহকাম

তৃতীয় পাঠ

রমাযান মাসের কিছু নেক আমল

১. সিয়াম পালনঃ

এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পূবে হয়েছে।

২. রাত্রের সালাত ও তারাবীহঃ

তারাবীহ হোক বা তাহাজ্জুদ। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “যে ব্যক্তি রাসূলের কথা বিশ্বাস করে এবং ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে রমাযানে রাত্রের সালাত আদায় করে তার বিগত জীবনের গুনাহ সমূহ মা’ফ করে দেওয়া হয়।” [বুখারী ও মুসলিম]

আয়েশা (রাঃ) -এর হাদীসে এসেছে যে, “রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানে এবং রমাযানের বাহিরে কখনো এগারো রাকা’আতের বেশী রাত্রের সালাত আদায় করেন নি।” [বুখারী ও মুসলিম]

৩. কোরআন তেলাওয়াতঃ

রমাযান মাস কোরআন তেলাওয়াতের মাস। আল্লাহ [ﷻ] বলেন,

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾

“রমাযান মাস, যার মধ্যে কোর’আন নাযিল করা হয়েছে মানবজাতির হেদায়েত সরূপ এবং হেদায়েত ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে।” [সূরা বাক্বারাহঃ ১৮৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষ করে রমাযান মাসে বেশী বেশী কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং রমাযানের প্রতি রাতে জিবরীল [ﷺ] তাঁকে কোরআন শুনাতে।

৪. দান-ছদকাঃ

রমাযান মাস নেক কাজ এবং দান-ছদকার মাস। ইবনে আব্বাস [ﷺ] বলেন, “রাসূলুল্লাহ [ﷺ] সবচেয়ে বড় দানবীর ছিলেন এবং সর্বাধিক দান করতেন রমাযান মাসে যখন জিবরীল [ﷺ] তাঁর সাথে মিলতেন এবং প্রতি রাতে জিবরীল [ﷺ] তাঁর সাথে মোলাকাত করতেন। অতঃপর তাঁকে কোরআন শুনাতে। যার ফলে রাসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর বদান্যতা প্রবাহিত বাতাসের চেয়েও বেড়ে যেত।” [বুখারী ও মুসলিম]

৫. রোযাদারকে ইফতারী করানোঃ

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতারী করাবে সে রোযাদারের মতই ছওয়াব পাবে, তাতে রোযাদার ব্যক্তির ছওয়াব কমবে না।” [আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, শায়খ আরবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন-সহীহুল জামে’/৬৪১৫]

৬. উমরা পালনঃ

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “রমাযান মাসের একটি উমরা একটি হজ্জ অথবা আমার সঙ্গে হজ্জের সমতুল্য।” [বুখারী ও মুসলিম]

৭. এ'তেকাফ ।

৮. লাইলাতুল ক্বদরের অনুসন্ধান এবং তাতে সালাত আদায় ।

এ'তেকাফ

■ এ'তেকাফের অর্থ :

এ'তেকাফ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন জিনিস জরুরী হওয়া এবং তার উপর নিজেকে বন্দী করা তা ভাল হোক বা মন্দ । পারিভাষিক অর্থে এ'তেকাফ হলো- আল্লাহ [ﷻ]-এর নৈকট্যের লাভের (ইবাদতের) উদ্দেশ্যে মসজিদ অবস্থান অপরিহার্য ক'রে নেওয়া ।

■ শারীয়তের দৃষ্টিতে এ'তেকাফ :

সকল 'উলামাদের ঐক্যমতে এ'তেকাফ শরীয়ত সম্মত । রাসূলুল্লাহ [ﷺ] শবে ক্বদর তালাশের উদ্দেশ্যে রমাযানের শেষ দশকে এ'তেকাফ করতেন এবং তাঁর স্ত্রীগণ মসজিদে তাঁর সাথে তাঁর জীবদ্দশাতে এ'তেকাফ করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁরা এ'তেকাফ করেছেন ।

■ এ'তেকাফের রোকনসমূহ :

১. নিয়ত করা । রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “সকল কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে ।

২. মসজিদে অবস্থান করা । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

“তোমরা মসজিদে এ'তেকাফ অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর না ।” [বাক্বারাঃ ১৮৭]
যে কোন মসজিদে এ'তেকাফ জায়েয আছে ; কেননা কোন মসজিদকে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে শরীয়তে সুস্পষ্ট কোন দলীল নাই ।

■ এ'তেকাফে প্রবেশ ও তা হতে বের হওয়ার সময় :

যে ব্যক্তি রমাযানের শেষ দশ দিন এ'তেকাফ করতে ইচ্ছুক সে ২১শে রমাযানের ফজরের সালাত মসজিদে আদায় করার পরে নিজ এ'তেকাফের স্থানে প্রবেশ করবে । এ ভাবে অবস্থান করতে থাকবে ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়া পর্যন্ত ।

■ এ'তেকাফকারীর জন্য মুস্তাহাব ও মাকরুহ বিষয়াদি : এ'তেকাফকারী জন্য বেশী বেশী নফল ইবাদত করা মুস্তাহাব । তাই সে সালাত, কোরআন তেলাওয়াত, সুবহানাল্লাহ, আল্ হামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, এসতেগফার, দরুদ, দো'আ ইত্যাদি ইবাদতে লিপ্ত থাকবে এবং অযথা কোন কথা বা কাজ তার জন্য মাকরুহ ।

■ এ'তেকাফকারীর জন্য কি কি কাজ জায়েযঃ

পরিবারকে বিদায়, চুল আঁচড়ানো, চুল ছাঁটা বা মুগুন, নখ কাটা, শরীর পরিষ্কার, সুন্দর পোষাক পরিধান, সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি কাজে জন্য এ'তেকাফ থেকে বের হওয়া বৈধ।

■ এ'তেকাফ ভঙ্গের কারণঃ

১. তবে প্রয়োজন ছাড়া ইচ্ছাকৃত ভাবে মসজিদ থেকে বের হলে এ'তেকাফ বাতিল হয়ে যায়, যদিও অল্প সময়ের জন্য বের হয়।

২. স্ত্রী সহবাসের দ্বারাও এ'তেকাফ বাতিল হয়ে যায়। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

“তোমরা মসজিদে এ'তেকাফ অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর না।” [বাক্বারাঃ ১৮৭]

লাইলাতুল ক্বদর

লাইলাতুল ক্বদরের ফজিলতঃ

লাইলাতুল ক্বদর তথা ক্বদরের রাত্রি সারা বছরের সর্বোত্তম রাত্রি। আল্লাহ [ﷻ] বলেন,

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾

“নিশ্চয়ই আমি তাহা(আল-কোরআন) নাযিল করেছি শবে ক্বদরে। আর আপনি কি জানেন লাইলাতুল ক্বদর কি? শবে ক্বদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।” [সূরা ক্বদরঃ ১-৩]

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “যে ব্যক্তি রাসূলের কথা বিশ্বাস করে এবং ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে শবে ক্বদরে সালাত আদায় করে তার বিগত জীবনের গুনাহ সমূহ মা’ফ করে দেওয়া হয়।”

[বুখারী ও মুসলিম]

লাইলাতুল ক্বদরের সময় : রমায়ানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে শবে ক্বদরের অনুসন্ধান মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] গুরুত্ব সহকারে তার অনুসন্ধান করতেন। শেষ দশকে তিনি রাত্রি জাগরণ করতেন, নিজ পরিবারকে জাগাতেন এবং পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন।

লাইলাতুল ক্বদরের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে তবে ২৭শে রাত্রির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। যার পক্ষে কোন কোন সাহাবায়ে কেলামগণের (রাঃ) মত রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং উবাই ইবনে কা’ব [رضي الله عنه] কসম করে বলতেন যে, লাইলাতুল ক্বদর ২৭শে রাত্রিতে। [মুসলিম শরীফ দ্রষ্টব্য]

তবে এটাও উচিত নয় যে, শুধুমাত্র ২৭শে রাত্রিতে ইবাদত-বন্দেগী করবে এবং অবশিষ্ট রাত্রিগুলো গাফলতি ও অবহেলায় কাটাবে যা নাকি কোন কোন মানুষ করে থাকে। কারণ শবে ক্বদরকে গোপন রাখার হেকমত হলো- মুসলমানগণ যেন শেষ দশকে ইবাদতে বেশী বেশী চেষ্টা করে, না হলে কমপক্ষে যেন শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে হলেও যেন করে।

■ লাইলাতুল ক্বদরে কি দো’আ পড়তে হয় : আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি শবে ক্বদর টের পাই তাহলে কোন দো’আ পড়ব? তিনি বললেন, তুমি বলবেঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ‘আফুওবুন, তুহিব্বুল ‘আফুওয়া, ফা’ফু ‘আন্নী (হে আল্লাহ ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ কর, তাই আমাকে ক্ষমা কর)।” [তিরমিযী, ইবনে মাজা, শায়খ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন-সহীহুল জামে’/৪৪২৩]

জাকাতুল ফিত্র বা ফিতরা

■ ফিত্রার হুকুমঃ

প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফিতরা ফরয। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [رضي الله عنه] হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ [ﷺ] খেজুর অথবা যবের এক সা’ পরিমাণ ফিতরা ফরয করেছেন মুসলমানদের দাস, স্বাধীন ব্যক্তি, পুরুষ, নারী, ছোট এবং বয়স্কদের উপর।”

[বুখারী ও মুসলিম]

শিশুদের ফিতরা আদায়ের পদ্ধতি কি ?

■ ফিত্রার হেকমতঃ

ইবনে আব্বাস [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতরা ফরয করেছেন রোযাদারের রোযার ভুলত্রুটির ক্ষমার জন্য এবং মিসকীনদের খাবারের জন্য। তাই যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের আগে ফিতরা আদায় করল তার ফিতরা গ্রহণযোগ্য, আর যে ব্যক্তি সালাতের পরে আদায় করল তারটা সাধারণ দানসমূহের একটি দান হলো।”

[আবু দাউদ ও ইবনে মাজা ১৮৫৪]

■ ফিতরা ফরয হওয়ার এবং তা আদায়ের সময়ঃ

ফিতরা ফরয হয় রমযানের শেষ দিনের সূর্যাস্তের পর এবং তা আদায় করার উত্তম সময় হলো ঈদের দিনের সকাল, ঈদ গাহে রওয়ানা হওয়ার আগে এবং জায়েয সময় হলো ঈদের এক-দুই দিন পূর্বে।

ফিত্রার পরিমাণ ও নেসাবঃ

ফিত্রার পরিমাণ এক সা’। আর সা’ হলো (প্রায়) ২ কেজি ৫০০ গ্রাম পরিমাণের ভাল গম। ফিতরা ফরয হওয়ার জন্য কোন নেসাব^১ নেই; বরং প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয যদি তার নিকট নিজের ও যাদের ভরণপোষণ করতে হয় তাদের ঈদের দিন ও রাত্রির খোরাকী ব্যতীত অতিরিক্ত এক সা’ পরিমাণ খাদ্য অবশিষ্ট থাকে।

খাদেম এবং কাজের লোকের ফিতরা তাদেরকেই আদায় করতে হবে। হাঁ, যদি মালিক খুশি হয়ে তাদের পক্ষ হতে আদায় ক’রে দেয় তাহলে তাদেরকে আদায় করতে হবে না।

■ যে জিনিস দিয়ে ফিতরা আদায় করতে হয়ঃ

দেশের সাধারণ খাদ্য থেকে ফিতরা আদায় করতে হবে, নির্দিষ্ট কোন প্রকার খাদ্য হওয়া শর্ত নয়; বরং প্রত্যেক দেশের সাধারণ খাদ্য থেকে ফিতরা আদায় করা বৈধ। যেমন-গম, যব, কিশমিশ, পনীর, খেজুর, চাউল, ভুট্টা ইত্যাদি। মুদ্রা (টাকা-পয়সা) দিয়ে ফিতরা আদায় করা জায়েয নাই; কেননা রাসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর যুগে মুদ্রা ও খাদ্য উভয়টা ছিল। তা থেকে তিনি খাদ্য বাছাই করেছেন এবং খাদ্য দ্বারাই ফিতরা আদায় করেছেন।

^১. যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট যে পরিমাণ রয়েছে তাকে নেসাব বলা হয়। এ ধরনের কোন পরিমাণ ফিতরার জন্য শর্ত নয়।

ঈদুল ফিতরের সালাত

■ ঈদের নামাযের হুকুমঃ

ঈদের নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদা। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] সর্বদা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সবাইকে তার জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

■ সময় ও নিয়মাবলীঃ

ঈদের নামাযের সময় সূর্য তিন মিটার উদিত হওয়ার পর থেকে নিয়ে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত। ঈদের নামায দুই রাক'আত। প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমার পরে সাত তাকবীর দিবে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফাতেহা পড়ার পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিবে। প্রত্যেক তাকবীরের সঙ্গে দুই হাত উঠাবে।

ঈদের নামাযের দুই রাক'আতে সূরা ফাতেহার পরে যথাক্রমে “সাব্বিহিস্মা” [সূরা আ'লা] ও সূরা গাশিয়া পড়া সুন্নত।

ঈদের নামাযের পরে একটি খুত্বা দিবে; কেননা রাসূলুল্লাহ [ﷺ] খুত্বা দিয়েছেন।

■ আদবসমূহঃ

১. ঈদুল ফিতরের রাত্রি থেকে ঈদের নামায আদায় করা পর্যন্ত তাকবীর পড়া সুন্নত। আলাহ [ﷻ] বলেন, “এবং যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ ক'রে নিতে পার, আর তোমাদেরকে যে তিনি সঠিক রাস্তা দেখিচ্ছেন তজ্জনে তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।” [সূরা বাক্বারা- ১৮৫]

তাকবীরের শব্দগুলো হচ্ছে : আলাহু আকবার আলাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাহু ওয়ালাহু আকবার আলাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ। পুরুষের জন্য মসজিদে, বাজারে, ঘরে উচ্চস্বরে বলা সুন্নত এবং মহিলারা নিঃশব্দে বলবে ; কারণ তাদেরকে গোপনীয়তা রক্ষার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

২. ঈদের নামাযের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার, গোসল, নতুন বা পরিষ্কার পোষাক পরিধান করা।

৩. ঈদমাঠের দিকে বের হওয়ার পূর্বে বেজোড় কয়েটা খেজুর খাওয়া।

৪. এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অপর রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা সুন্নত।

৫. ঈদের নামাযের আগে এবং পরে কোন সুন্নত নামায নেই।

■ ঈদগাহের দিকে বের হওয়াঃ

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] নারী-পুরুষ সকলকেই ঈদের নামাযের জন্য বের হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। উম্মে 'আতিয়া (রাঃ) বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদের সবাইকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল

আযহায় (নামাযে) বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ মহিলাদেরকে এবং ঋতুবতী ও যারা পর্দার আড়ালে আছে তাদেরকেও। তবে ঋতুবতী মহিলারা ঈদমাঠ থেকে দূরে থেকে কল্যাণে ও মুসলমানদের দো'আতে শরীক হবে। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের মধ্যে কারো কারো বড় চাদর (বোরকা) নাই। তিনি বললেন : তার বোন তাকে পরিধান করাবে। [বুখারী ও মুসলিম]

আবু সাঈদ খুদরী [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ [ﷺ] ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার জন্য মাঠে বের হতেন।” [বুখারী ও মুসলিম]

তবে প্রয়োজন বোধে মসজিদে আদায় করাও জায়েয আছে।

বলুন তো কি ধরনের প্রয়োজন ? ঈদগাহ ও মসজিদের মধ্যে পার্থক্য কি ?

■ ঈদের মুবারকবাদঃ

ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা জায়েয; কেননা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) পরস্পরকে (মোবারকবাদ জানানোর জন্য) বলতেনঃ “তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম” অর্থাৎ আমাদের এবং তোমাদের থেকে আল্লাহ কবুল ক'রে নিন। [এটা হাসান সনদে সাব্যস্ত হয়েছে- ফাত্হুলবারী]



প্রশ্নমালা

নিম্নের বিষয়গুলি উল্লেখ করুন।

১. রমাযানে 'উমরার ফজিলত।
২. রোযাদারকে ইফতার করানোর সওয়াব।
৩. এ'তেকাফ ভঙ্গের কারণসমূহ।
৪. ফিত্রার হেকমত।
৫. ঈদের নামাযের বিবরণ।
৬. ঈদের তিনটি আদব।

নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

১. ফিত্রায় কেন টাকা-পয়সা দেওয়া উচিত নয়?
২. সাহাবায়ে কে রাম (রাঃ) পরস্পরকে কিভাবে মোবারকবাদ জানাতেন?
৩. মসজিদে যদি ঈদের নামায আদায় করা হয় তাহলে কি ঋতুবতী মহিলাদের সেখানে যাওয়া বৈধ?
৪. ফিত্রার পরিমাণ কত?
৫. ঈদের নামাযের সময় কখন?

শূন্যস্থান পূরণ করুন।

❖ ঈদের নামাযের দুই রাকা'আতে সূরা ----- পড়া এবং সূরা ----- পড়া সুলত।

❖ ঈদের রাত্রে তাবীর হলো -----
----- ।

❖ লাইলাতুল ক্বদরের দো'আ হলো ----- ।

সঠিক উত্তরের পাশে চিহ্ন এবং ভুল উত্তরের পাশে চিহ্ন দিন।

❖ রোযাদারের জন্য রাত্রে নামায (তারাবীহ ইত্যাদি) আদায় করা ফরয। []

❖ রমাযান মাসে উমরা হজ্জের সমতুল্য। []

❖ কাজের লোকের উপর ফিত্রা ফরয নয়। []

৪র্থ পাঠ থেকে যা শিখতে হবেঃ

- ফরয সিয়ামের প্রকারভেদ
- নফল সিয়ামের প্রকারভেদ
- নিষিদ্ধ সিয়ামের প্রকারভেদ

চতুর্থ পাঠ

বৈধ ও নিষিদ্ধ সিয়াম

প্রথমতঃ বৈধ সিয়াম:

■ ফরজ রোয়াসমূহঃ

১. রমায়ানের রোয়া
২. কাফ্ফারার রোয়া
৩. নজর-মান্নতের রোয়া

■ নফল রোয়াসমূহঃ

১. দাউদ [ﷺ] -এর রোয়া অর্থাৎ একদিন পর একদিন রোয়া ।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “দাউদ [ﷺ] -এর রোয়া সর্বোত্তম রোয়া, যুগের অর্ধেক রোয়া । তিনি একদিন পর একদিন রোয়া রাখতেন ।” [বুখারী ও মুসলিম]

২. সোম ও বৃহস্পতিবারের রোয়া ।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ]কে সোমবারের রোয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, “সে দিনেই আমি জন্ম গ্রহণ করেছি এবং সে দিনেই আমার উপর ওহী নাজিল হয়েছে ।” [মুসলিম]

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] আরো বলেন, “সোমবার ও বৃহস্পতিবারে আলাহর নিকট আমলনামা পেশ করা হয়, তাই আমি পছন্দ করি যে, রোয়া অবস্থায় আমার আমলনামা পেশ করা হোক ।” [তিরমিযী এবং শায়খ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন-ইরওয়া/৯৪৯]

৩. আইয়ামে বীযের রোয়া (চন্দ্রমাস হিসাবে) ।

আবু যার গেফারী [ﷺ] বলেন, “রাসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদেরকে মাসে আইয়ামে বীযের তিনদিন রোয়া রাখার আদেশ দিয়েছেন-১৩তম, ১৪ত, ১৫তম দিন ।” [তিরমিযী, নাসায়ী এবং শায়খ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন-ইরওয়া/৯৪৭]

৪. প্রতি মাসে ৩দিন রোয়া ।

আবু হুরায়রা [ﷺ] বলেন, “আমাকে আমার বন্ধু ৩টি অসিয়ত করেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত তা ত্যাগ করব না । প্রতি মাসে ৩টি রোয়া, চাশতের নামায, বিত্বের নামায পড়ে ঘুমানো ।” [বুখারী ও মুসলিম]

এ রোয়া এবং এর পূর্বের রোয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ?

৫. মহররম মাসের রোয়া ।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “রমায়ানের পরে সবচেয়ে উত্তম রোয়া হলো আল্লাহর মাস মুহাররমের রোয়া এবং ফরয নামাযের পরে সর্বোত্তম নামায হলো রাত্রের নামায ।” [মুসলিম]

৬. আশুরার রোযা(মহররম মাসের দশম তারিখের দিন) নবম তারিখসহ ।
আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,“কোরাইশরা জাহেলী যুগে আশুরার রোযা রাখত ।
এরপর রাসূলুল্লাহ [ﷺ] আশুরার রোযা রাখার হুকুম দিলেন । যখন রমাযানের রোযা ফরয
হলো তখন রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেনঃ যার ইচ্ছা আশুরার রোযা রাখ এবং যার ইচ্ছা না
রাখ ।” [বুখারী ও মুসলিম]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,“যখন রাসূলুল্লাহ [ﷺ] আশুরার রোযা রাখলেন এবং
রাখার হুকুম দিলেন তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই দিনটিকে ইয়াহুদী ও
খ্রীষ্টানরা সম্মান করে । অতঃপর আল্লাহর রাসূল বললেনঃ আগামী বছর থেকে ইনশা আল্লাহ
নবম তারিখেও রোযা রাখব । ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আগামী বছর আগমনের পূর্বেই
রাসূলুল্লাহ [ﷺ] মৃত্যুবরণ করেন ।” [মুসলিম]

৭. শা'বান মাসের রোযা ।

আয়েশা (রাঃ) বলেন,“রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এমন ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতেন যে আমরা মনে
করতাম তিনি আর রোযা ছাড়বেন না এবং এমন ভাবে রোযা ছাড়তেন যে আমরা মনে
করতাম তিনি আর রোযা রাখবেন না । রাসূলুল্লাহ [ﷺ]কে দেখেছি তিনি রমাযান মাস ছাড়া
অন্য কোন মাসে পূরা মাস রোযা রাখতেন না । তন্মধ্যে শা'বান মাসে সর্বাধিক বেশী রোযা
রাখতেন ।” [মুসলিম]

৮. শাওয়ালের ৬টি রোযা ।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন,“যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখার পরে শাওয়াল থেকে ৬টি রোযা
রাখল সে যেন সারা জীবন রোযা রাখল ।” [মুসলিম]

উলামায়ে কেলাম বলেনঃ এ ছয়টি রোযা ঈদের পরের দিন থেকে শুরু করে এক সঙ্গে
ক্রমাগত ভাবে রাখা উত্তম । তবে যদি কেউ সারা মাস ধরে বিক্ষিপ্ত ভাবে রাখে তবুও সে ছয়
রোযা রাখার উপরোক্ত সওয়াব পাবে ।

৯. আরাফার দিনের রোযা(হাজীগণ ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য) ।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন,“আমি আল্লাহর নিকট আশাবাদী যে, আরাফার দিনের রোযা এক
বছরের আগের এবং এক বছরের পরের গুনাহ মিটিয়ে দিবে ।” [মুসলিম]

কিন্তু রাসূলুল্লাহ [ﷺ] যেমন ভাবে আরাফার দিন রোযা রাখেন নি তেমনভাবে হাজীগণও
সেদিনে রোযা রাখবেন না যেন দো'আ করার সময় প্রফুল-ও তৎপর থাকেন ।

দ্বিতীয়তঃ নিষিদ্ধ সিয়াম:

১. দুই ঈদের রোযা ।

আবু সাঈদ খুদরী [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ [ﷺ] ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দুই দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন ।” [বুখারী ও মুসলিম]

২. তাশরীকের দিন^১ সমূহের রোযা ।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “তাশরীকের দিনসমূহ পানাহারের দিন ।” [মুসলিম]

আয়েশা ও ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, “তাশরীকের দিনসমূহে রোযা রাখার অনুমতি দেওয়া হয় নি । তবে যে হজ্জ পালনকারী ‘হাদি’ কুরবানী দিতে অপারগ তার জন্য রোযার অনুমতি আছে ।” [বুখারী]

৩. শুধুমাত্র জুম‘আর দিন নির্দিষ্ট ক’রে রোযা ।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “শুধুমাত্র জুম‘আর দিন নির্দিষ্ট ক’রে তোমাদের কেউ রোযা রাখবে না । তবে একদিন আগে ও পরে মিলিয়ে রাখতে পারে ।” [বুখারী ও মুসলিম]

৪. শুধুমাত্র শনিবার নির্দিষ্ট ক’রে রোযা ।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন, “ফরয রোযা ছাড়া শনিবারে তোমরা রোযা রেখ না । যদি কেউ আঙ্গুরের খোসা ও গাছের ডাল ছাড়া অন্য কিছু না পায় তবুও যেন তা চিবিয়ে রোযা ভঙ্গ করে ।” [তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও আহমাদ এবং শায়খ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন-ইরওয়া/৯৬০]

ইমাম তিরমিযী বলেনঃ এখানে অপছন্দ হলো শুধুমাত্র শনিবারকেই নির্দিষ্ট ক’রে রোযা রাখা; কেননা ইহুদীরা শনিবারকে সম্মান করে ।

৫. আজীবন বা প্রতিদিন ক্রমাগত নফল রোযা ।

আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ [ﷺ] -এর নিকট খবর পৌঁছে যে, আমি প্রতিদিন ক্রমাগত নফল রোযা রাখি এবং সারা রাত্রি নামাযে লিপ্ত থাকি । একদিন তিনি আমাকে খবর দিয়েছিলেন বা আমি নিজেই তাঁর সাক্ষাত করেছিলাম । অতঃপর রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বললেন, “আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে যে, তুমি প্রত্যেক দিন ক্রমাগত নফল রোযা রাখ এবং সারা রাত্রি নামাযে লিপ্ত থাক । (তা না ক’রে) তুমি রোযা রাখ এবং ছাড়, নামায পড় এবং ঘুমাও; কেননা তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে এবং তোমার নিজের ও পরিবারের হক রয়েছে । সাহাবী বললেনঃ আমি এর চেয়ে বেশী পারব । তিনি (রাসূল ﷺ) বললেনঃ তাহলে তুমি দাউদ [ﷺ] -এর রোযা রাখ । সাহাবী বললেনঃ তা কিভাবে? তিনি বললেনঃ দাউদ [ﷺ] একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন রাখতেন না এবং যুদ্ধের মাঠ

^১ . জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের দিনগুলোকে তাশরীকের দিন বলা হয় ।

থেকে পলায়ন করতেন না। সাহাবী বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল এটা আমার জন্য কঠিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “যে ব্যক্তি সারা জীবন রোযা রাখল তার রোযাই হলো না (দুবার বললেন)।” [বুখারী ও মুসলিম]

আবু ক্বাতাদা ﷺ বলেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে প্রতিদিন রোযা রাখে। তিনি বলেনঃ সে রোযাও রাখেনি, ইফতারও করেনি।” (অর্থাৎ তার রোযা হয়নি; বরং উপবাস হয়েছে)। [মুসলিম]

৬. ইফতার ব্যতীত ধারাবাহিক রোযা। (অর্থাৎ দুইদিন বা কয়েক দিনের রোযা মাঝে ইফতার করা ব্যতীত ক্রমাগত ভাবে রাখা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “ইফতার ব্যতীত ধারাবাহিক রোযা রেখ না। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তো রাখেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের কারো মত নই; কেননা আমাকে (আল্লাহর পক্ষ হতে) খাওয়ানো হয় এবং পান করানো হয়।” [বুখারী ও মুসলিম]

৭. রমায়ানের পূর্বে রোযা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “তোমরা কেউ রমায়ানের এক-দুইদিন আগে রোযা রেখ না। তবে ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে পূর্বে থেকেই ঐ দিনে রোযা রেখে অভ্যাস্ত।” [বুখারী ও মুসলিম]

৮. (৩০শে শা'বান) সন্দেহের দিনে রোযা।

আম্মার ইবনে ইয়াসির ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে (৩০শে শা'বান) রোযা রাখল সে আবুল কাসেমকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ) অমান্য করল।” [আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজা এবং শায়খ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন-ইরওয়া/৯৬১]

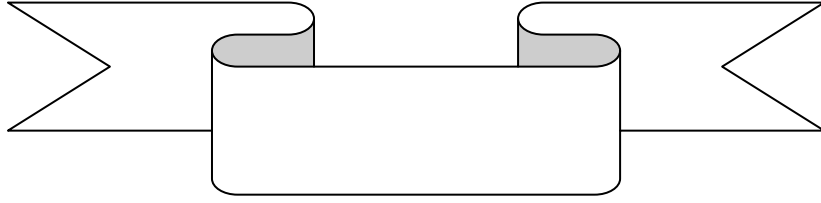
৯. শা'বানের দ্বিতীয়ার্ধে রোযা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “শা'বানের শেষার্ধে তোমরা রোযা রেখ না।” [তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, আহমাদ এবং শায়খ আলবানী (রহঃ) সহীহ বলেছেন-সহীহ আবু দাউদ/১৬৫১]

এই হাদীসের অর্থ হলো-কোন ব্যক্তি শা'বানের প্রথমার্ধ পর্যন্ত রোযা রাখেনি। অতঃপর শা'বানের শেষের দিকে রমায়ানের রোযার মাত্র কয়েক দিন অবশিষ্ট থাকতে রমায়ানকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে রোযা রাখা শুরু করে। এ অর্থের সপক্ষে রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর বাণী : “তোমরা কেউ রমায়ানের এক-দুইদিন আগে রোযা রেখ না। তবে ব্যক্তি ছাড়া যে পূর্বে থেকেই ঐ দিনে রোযা রেখে অভ্যাস্ত।” [বুখারী ও মুসলিম]

১০. স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর জন্য (নফল) রোযা রাখা বৈধ নয় এবং তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কাউকে তার বাড়ীতে আসার অনুমতি দেবে না। তার হুকুম ব্যতীত স্ত্রী কোন দান করলে স্বামী তাতে অর্ধেক ছোয়াব পায়।”
[বুখারী ও মুসলিম]



প্রশ্নমালা

নিম্নের মাসয়ালাগুলোর হুকুম কি ?

১. এক ব্যক্তি রোযার মান্নত করেছে।
২. এক ব্যক্তি সোম ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখতে অভ্যাস্ত, হটাৎ ক'রে ঈদের দিনটি সোমবারে হয়েছে।
৩. এক ব্যক্তি সোম ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখতে অভ্যাস্ত, হটাৎ ক'রে সন্দেহের দিনটি বৃহস্পতিবারে হয়েছে।

নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

১. শুধুমাত্র জুম'আর দিন নির্দিষ্ট ক'রে রোযা রাখা কি জায়েয? দলীল কি ?
২. ইফতার ব্যতীত ধারাবাহিক রোযা বলতে কি বুঝায় ও তার হুকুম কি ?
৩. রমাযানের রোযার জন্য স্বামীর অনুমতির কি দরকার? কেন ?

নিম্নের বিষয়গুলো উল্লেখ করুন।

১. আশূরার দিনের ফজিলত।
২. শাওয়ালের ছয় রোযার ফজিলত।
৩. আরাফার দিনের রোযার ফজিলত।
৪. আজীবন বা প্রতিদিন ক্রমাগত নফল রোযার গুনাহ।
৫. যুধুমাত্র শনিবারে বিশেষ ভাবে নফল রোযার হুকুম।
৬. আইয়্যামে বীযের রোযার হুকুম।

সঠিক উত্তরের পার্শে চিহ্ন এবং ভুল উত্তরের পার্শে চিহ্ন দিন।

- ❖ দাউদ [عليه السلام]এর রোযা হলো দুই দিন রোযা রাখা অতঃপর এক দিন না রাখা। []
- ❖ রমাযানের পরে সর্বোত্তম রোযা হলো মহররম মাসের রোযা। []
- ❖ সপ্তাহের সর্বোত্তম রোযা হলো জুম'আর দিনের রোযা। []
- ❖ স্বামীর উপস্থিতিতে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর রোযা জায়েয হবে না। []

ফাইনাল পরীক্ষার নমুনাপত্র

নিম্নের বিষয়াদি উল্লেখ করুন।

১. সিয়ামের রুকনসমূহ।
২. রোযার ফজিলতের উপর ১টি হাদীস।
৩. রমাযানে ৩টি নেক আমল।
৪. ৩টি আমল যা রোযা ভঙ্গ করে এবং অপর ৩টি যা রোযা ভঙ্গ করে না।
৫. রোযা রাখা নিষিদ্ধ ৫ দিন।

শূন্যস্থান পূরণ করুন।

১. রোযাদারের মুখের গন্ধ কিয়ামতের দিন আলহর নিকট -----।
২. স্বেচ্ছায় খানা-পিনা রোযা -----।
৩. যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতারী করাবে সে -----।
৪. মুসাফির যদি রোযা ভঙ্গ করে তাহলে তার উপর ফরয যে -----।

৫. -----শুধুমাত্র জুম'আর দিন নির্দিষ্ট করে রোযা রাখা।

বন্ধনীর মধ্য হতে সঠিক উত্তর বাছাই করুন।

১. প্রত্যেক মাসে ৩টি রোযা রাখা [উত্তম] / [ফরয]।
২. জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় [মুহররম মাসে] / [রমাযান মাসে]।
৩. যে ব্যক্তি রমাযান মাসে দিনে স্ত্রী সহবাস করে [তার রোযা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার উপর কাযা ফরয হয়] / [তার রোযা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা ফরয হয়]।
- রোযাদারের জন্য উত্তম ইফতারী করা [তাজা খেজুর দিয়ে] [সাধারণ খেজুর দিয়ে] [পানি দিয়ে]।
৪. রোযাদারের উচিত বেশী বেশী করে [মেসাওয়াক করা] [কোরআন তেলাওয়াত করা] [ঘুমানো]।

আলোচনা করুন।

১. রমাযানের উপকার সম্পর্কে। (কম পক্ষে ৩ লাইন)
২. লাইলাতুল ক্বদর ও তার অনুসন্ধান। (সংক্ষিপ্তভাবে)

রেফারেন্স

১. বুখারী শরীফ (সিয়াম অধ্যায়)
২. ফিকহুস সুন্নাহ-সাইয়্যিদ সাবেক
৩. সিয়ামের ফতোয়া -শায়খ ইবনে ওছাইমীন ও ইবনে জিবরীন প্রমুখ
৪. আল মুলাখ্খাছুল ফিকহী - শায়খ সালেহ ফাওয়ান
৫. হাশিয়াতুদ্দুরুস আল মুহিম্মাহ - শায়খ আহমাদ বিন সালেহ আত্-তুওয়াইইয়ান
৬. মাওসু'আতুল কুতুবিত্ তিস'আহ (সি. ডি.)